



# বাংলাদেশে কার পরিবর্তন ঘটল বলা মুশকিল

হাসান আজিজুল হক

হাসান আজিজুল হক। উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। লিখছেন সমাজের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। তার সাহিত্যকর্মের কেন্দ্রে 'মানুষ' থাকলেও নারী অধিকারের বিষয়টিও স্পষ্ট। সমাজ, সমাজের পরিবর্তন, উন্নয়ন, শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করেন সাক্ষাৎকারে। উন্নয়নের কেন্দ্রে 'মানুষ'। আর মানুষকে মানুষ



সাক্ষাৎকার

হিসেবে গুরুত্ব না দেয়াই সমাজে বৈষম্য, অসঙ্গতি বাড়ছে বলে মত দেন। 'একই মানসিকতায় নারীর প্রতিও সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে'- এমনটি উল্লেখ করে এ সমাজচিন্তক বলেন, মূলত শিক্ষা আর রাষ্ট্রের দুর্বল কাঠামোর জন্যই এমন হচ্ছে। দুর্বল শিক্ষা কাঠামোর কারণেই রাষ্ট্র কাঠামো দুর্বল হচ্ছে বলে মত দেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সায়েম সাবু

প্রশ্ন : আপনার সাহিত্যকর্মে সমাজ-ই মূল উপজীব্য। লিখছেন মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই। জীবনের এ বেলায় সমাজের পরিবর্তন কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে ঘূর্ণীয়মান একটি বিষয়। শুধুই ঘুরছে আর ঘুরছে। চারদিকে পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন পরিবর্তন। বলা যায়, একই বই শুধু মলাট আলাদা। সবই এক, প্রেক্ষাপট আলাদা।

প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজ পরিবর্তনের মাপকাঠি কে ঠিক করবে? গ্রামের গরিব মানুষের কাছে পরিবর্তন একরকম। আমার মতো মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে আরেকরকম। আবার শহুরে মানুষের কাছে অন্যরকম।

দুর্নীতি দূর করতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হলো। তাতে কি দুর্নীতি কমছে? শোনা যায়, দুদকের কর্মকর্তারাও দুর্নীতি করেন। তার মানে সরষের মধ্যেও ভূত আছে

প্রশ্ন : আপনার অবস্থান থেকে এ পরিবর্তন নিয়ে কী বলবেন?

উত্তর : রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোয় বিত্ত-নৈবভবের প্রসঙ্গ আসে। সেখানে

যদি বিরাট বৈষম্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটে তাহলে সমাজের মধ্যকার যে ভারসাম্য তা হারিয়ে যায়। এটা আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে খুব অনুভব করি। প্রতিটা সমাজের পরিবর্তন নিয়ে মধ্যবিত্তের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও ধুমায়িত অসন্তোষ সবসময় বিরাজ করে। এরপর কোনো এক সময় সে অসন্তোষ জ্বল জ্বল করে জ্বলতেও দেখা যায়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কী বলবেন?

উত্তর : বাংলাদেশে আসলে কার পরিবর্তন ঘটল, তা বলা মুশকিল। গার্মেন্টস শ্রম ও সমাজ পরিবর্তনের একটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করল এবং স্বাধীনতার পর এ সূচক আমাদের সমাজের জন্য নতুন সংযোজন। এ রকম হাজারও সূচক রয়েছে। আবার ব্যাংক ব্যবস্থা জনপুঞ্জির হিসাব সংরক্ষণ করে।

একেক হিসাব একেক রকম। বিশ্বসংস্থাগুলো বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমরা বলি, এ সময়ে শিল্প-সাহিত্য-ভাষারও খানিক উন্নতি ঘটেছে।

প্রশ্ন : শ্রেণি বৈষম্যের কথা বলছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, পরিবর্তনের নানা সূচক বিরাজমান। এরপরও রাষ্ট্রে শ্রেণি বৈষম্যে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি।

প্রশ্ন : এজন্য কোন বিষয়টা সামনে আনা যায়?

উত্তর : রাষ্ট্র ও সমাজের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে কৃষির ওপর। কৃষির ওপরই বাংলাদেশের ৬০-৭০ ভাগ উন্নয়ন নির্ভর করার কথা। কোন জমিগুলো কর্ষণযোগ্য আর কোনগুলো কর্ষণযোগ্য নয়, এগুলোও আমাদের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এ বাস্তবতায় ব্যাঘাত ঘটেছে নানাভাবে।

তবে আমাদের এখানে অল্প-বিস্তর উন্নতি তো হলোও বটে। যেমন-যোগাযোগ ব্যবস্থাতে বেশ উন্নয়ন হয়েছে। মানুষ চলাফেরায় কতটা অসুবিধায় ছিল, তা তো নিজ থেকেই জানি। বিত্তবান হলে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আধাঘণ্টায় যাওয়া যায়। এসব দিক থেকে বললে, গত অর্ধশত বছরে পরিবর্তন ভালোই হয়েছে। তবে রাষ্ট্র ও সমাজের এ পরিবর্তন আমি 'বাধ্যতামূলক' ভালো হওয়া বলি।

প্রশ্ন : 'বাধ্যতামূলক ভালো' বিষয়টি যদি ব্যাখ্যা করতেন-

উত্তর : দুনিয়া তো অনেক এগিয়ে গেছে। এ এগিয়ে যাওয়া দুনিয়ায় বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। প্রযুক্তির কারণেই বাধ্যতামূলক পরিবর্তন চলে এসেছে।

কিন্তু বাধ্যতামূলক পরিবর্তন সবসময় মানুষের কল্যাণেও আসে না। জলবায়ুর পরিবর্তন তো মানুষের ক্ষতিই বয়ে আনছে। রাজশাহী বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দূষণমুক্ত নগরী ছিল। এখন সেখানেও দূষণ। মানুষ বাড়ছে। ঠেকানোর উপায় নেই। সুতরাং বাধ্যতামূলক পরিবর্তনও মেনে নিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : মানুষের স্বভাবগত পরিবর্তন নিয়ে কী বলবেন?

উত্তর : সমাজ থেকে অনিয়ম, দুর্নীতি দূর করতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হলো। তাতে কি দুর্নীতি কমছে? শোনা যায়, দুদকের কর্মকর্তারাও দুর্নীতি করেন। তার মানে, সরষের মধ্যেও ভূত আছে।

আসলে মানুষের স্বভাব সহজে বদলায় না, যদি শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন না হয়। শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের কথা বলা হয়। হয়েছেও বটে। তাতে কী? মানুষের স্বভাব কি বদলাল?

আবার প্রকৃত শিক্ষার হার নিয়েও নানা কথা। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষায় কতজন বারে গেল, তার কী আসল কোনো চিত্র আমাদের কাছে আছে? আবার শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানেরও একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু মানুষ তার শিক্ষার আলো নিয়ে সঠিক কর্মসংস্থানে যেতে পারছে না। স্বভাবগত পরিবর্তন তো এসবের সঙ্গেও জড়িত।

পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্ররা ব্যাংকে বা কোম্পানিতে চাকরি করছে। আবার ব্যাংক বিষয়ে পাস করে স্কুলে শিক্ষকতা করছে। তার মানে এখানে অবশ্যই গড়মিল আছে।

আবার যেখানে কর্মসংস্থান হচ্ছে সেখানে সত্যিকার মূল্য পাচ্ছে না। গ্রামের গরিব নারী শ্রমিকদের আয় ভোগ করছেন মধ্যস্বত্বভোগী পোশাক কারখানা মালিকরা। উৎপাদিত মূল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের দেয়া মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে, শ্রমের জায়গাটা এখনও বৈষম্যে ভরা। আবার পরনির্ভরতাও আমাদের সমাজকে ঠিক এগোতে দেয়নি। জন্মলগ্ন

থেকে অন্যের কাছে হাত পেতে চলতে হয়েছে। রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ বানানোর জন্য কারও কারও কাছে হাত পাততে হয়েছে। শাসন ও শোষণের এটাও একটা হাতিয়ার। কারণ যে ভিক্ষে দেয়, সে খবরদারিও করে। আমাদের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। দাতাসংস্থাগুলো তো মাত্রাতিরিক্ত মাতব্বরির করল। এ কারণে বাঙালি এখনও নিজেদের শাসন করা শিখল না।

প্রশ্ন : এ শাসন না করার জন্য কোন বিষয়কে মূলত দায়ী করা যায়?

উত্তর : মানসিকতা। বাঙালি মানসিকতায় এগোতে পারেনি। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য শিক্ষার অর্জন ও প্রয়োগ জরুরি। আমরা সেটা করতে পারছি না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে গলদ আছে। গরিব হওয়ার কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাইমারি স্তর থেকে বারে পড়ছে। এখন হয়তো পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা। কিন্তু কত সংখ্যক শিক্ষার্থী বারে গেল, তার কোনো খবর আছে? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবীরা বের হচ্ছে। কাজ দিতে পারছে না সরকার। বাইরে চলে যাচ্ছে। বাইরে গিয়ে শ্রম দিয়ে ওইসব দেশের উন্নয়নে কাজ করছে। দেশের কিছুই করতে পারছে না। শিক্ষার এ বিষয়গুলো ভাবলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক- উভয় বিষয়ই সামনে আসে।

প্রশ্ন : এর মধ্যেও তো দেশ এগিয়ে যাচ্ছে-

উত্তর : গোটা পৃথিবীই তো এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ চাইলেও একেবারে পিছিয়ে থাকতে পারবে না।

কোনো দেশই পিছিয়ে পড়ছে না। বরং আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং সেটা নিয়েই আলোচনা করা উচিত।

প্রশ্ন : উন্নয়ন হচ্ছে, আছে বিতর্কও। এরপরও বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন কী ঘটল?

উত্তর : চিন্তা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। চিন্তা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে সংলগ্ন। অর্থাৎ সমাজ যেখানে পড়ে আছে, চিন্তার জায়গাটাও সেখানে পড়ে আছে। তুমি যদি শুয়ে থাক, তোমার ভাগ্যও শুয়ে থাকবে। তুমি যদি উঠে দাঁড়াও, তোমার ভাগ্যও দাঁড়াবে। চিন্তার জায়গা থেকে আমরা ঠিক উঠে দাঁড়াতে পারছি না। নইলে সমাজে এত বিভেদ, এত দ্বন্দ্ব কেন হবে?

চিন্তার জন্য শিক্ষাও জরুরি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্যের আর চাহিদা নেই। ব্যবসায়িক বিষয়ে পড়িয়ে মানুষকে যন্ত্র বানানো হচ্ছে। এতে উন্নয়ন হতে পারে, কিন্তু চিন্তার পরিবর্তন হয় না। তার মানে শিক্ষায় গলদ আছে বলেই সমাজে বর্বরতা বাড়ছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে চিন্তার জায়গায় ঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। এ শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। পৃথিবীতে টাকার লেনদেন বেড়েছে। শিক্ষাকেও এ লেনদেনের অংশ করে তোলা হচ্ছে। এ কারণে বিজ্ঞান আর মানবিক বিষয়ে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

মানুষের কাজের মূল্যায়ন আপনাপনিই হয়। বৈদ্যুতিক শক দিতে হয় না। দরকার সমাজের কাঠামো ঠিক রাখা। প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র। তবুও বলা হয়, জনসাধারণ। তার মানে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটাই সমাজ। ঠিক বোধের জায়গা থেকে মানুষের সচেতন হওয়ার কথা। আইন করে, বিধি-নিষেধ করে সমাজ রক্ষা করা যায় না। হাত-পা বেঁধে পানিতে নামিয়ে দিলে সাঁতার কাটা যায় না। মানুষকে এখন তা-ই করানো হচ্ছে। কেউ স্বাধীন থাকতে পারছে না। নানা বিধানের বেড়াজালে আটকা। এসব বিধানের কারণে কেউ কেউ জাল ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারাই সমাজের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে।

আমাদের এখানে যে যত শিক্ষিত, সে তত কম কাজ করে মাইনে নিচ্ছে। সেই ব্যক্তিই কর্তা হয়ে যাচ্ছে। অনিয়মও তারাই জন্ম দিচ্ছে। কলকাতার কেরানিরা বলতেন, বেতন পাই তাই অফিসে আসি। উপরি পাই তাই কাজ করি। আমাদের কর্তাবাবুরাও ঠিক তাই করছেন এখন। আমাদের এখানে যে যত শিক্ষিত, সে তত কম কাজ করে মাইনে নিচ্ছে। সেই ব্যক্তিই কর্তা হয়ে যাচ্ছে। অনিয়মও তারাই জন্ম দিচ্ছে।

প্রশ্ন : নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। মাদরাসা শিক্ষার্থী নুসরাত হত্যার



চিন্তা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না।  
চিন্তা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে সংলগ্ন। অর্থাৎ  
সমাজ যেখানে পড়ে আছে, চিন্তার  
জায়গাটাও সেখানে পড়ে আছে। তুমি যদি  
শুয়ে থাক, তোমার ভাগ্যও শুয়ে থাকবে।  
তুমি যদি উঠে দাঁড়াও, তোমার ভাগ্যও  
দাঁড়াবে। চিন্তার জায়গা থেকে আমরা ঠিক  
উঠে দাঁড়াতে পারছি না। নইলে সমাজে এত  
বিভেদ, এত দ্বন্দ্ব কেন হবে? চিন্তার জন্য  
শিক্ষাও জরুরি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়  
দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্যের  
আর চাহিদা নেই। ব্যবসায়িক বিষয়ে  
পড়িয়ে মানুষকে যন্ত্র বানানো হচ্ছে। এতে  
উন্নয়ন হতে পারে, কিন্তু চিন্তার পরিবর্তন  
হয় না। তার মানে শিক্ষায় গলদ আছে  
বলেই সমাজে বর্বরতা বাড়ছে। উপযুক্ত  
শিক্ষার অভাবে চিন্তার জায়গায় ঠিক মানুষ  
হয়ে উঠতে পারছে না। এ শিক্ষা মানুষকে  
মুক্তি দিতে পারে না। পৃথিবীতে টাকার  
লেনদেন বেড়েছে। শিক্ষাকেও এ  
লেনদেনের অংশ করে তোলা হচ্ছে

ঘটনা ছাড়িয়ে গেছে সকল বর্বরতা। সভ্যতার এ সময়ে নারী নির্যাতনের  
বিষয়টি কতটুকু নাড়া দিচ্ছে?  
হাসান আজিজুল হক : নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলতে বড় লজ্জা করে।  
পুরুষ নারীর জন্য কিছুই করেনি। বরং নারীরাই কিছুটা করছে বলে তারা  
একটু একটু করে এগোচ্ছে। তারাই লড়াকু। নারী-পুরুষ আপাতত সমান  
হতে পারবে না। এর অনেক কারণ আছে।  
নারীর উন্নয়ন নিয়ে আজ যে আওয়াজ শুনি, তা খুবই ঠুনকো।  
প্রশ্ন : নারীর উন্নয়ন তো ঘটলও বটে। রাষ্ট্র, সরকারের শীর্ষপর্যায়ে আমরা  
বছরে পর বছর নারীকেই দেখতে পাচ্ছি-  
উত্তর : মিডিয়াই এসব বলে। নারীর এমন উন্নয়নে আমার কোনো  
মাথাব্যথা নাই। সত্যিকার ক্ষমতায়ন ঘটছে না তাদের। বিচ্ছিন্নভাবে দু-  
একজন নারীর ক্ষমতায়নে সমাজের কিছুই যায়-আসে না। বরং তারা  
(নারী) ক্ষমতায় গিয়ে পুরুষের রূপই ধরছে। ক্ষমতা আর চেতনাবোধের  
প্রশ্নে নারীর উন্নয়ন না ঘটলে মানুষ মুক্তি পাবে না। এ কারণেই নারীর  
নিরাপত্তায় সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যর্থ বলে মনে করি।  
মানুষ যেন তার চেতনাবোধ হারিয়ে ফেলছে। নারীর ওপর নির্যাতনের

বীভৎসতার সব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার্থী নুসরাতের বেলায়  
যা ঘটল, তা কোনোভাবেই কল্পনায় আনতে পারছি না। এ নির্মমতা কী  
করে সম্ভব। একজন মাদরাসার অধ্যক্ষ কী করে এমন ঘৃণ্য ঘটনার জন্ম  
দিতে পারেন!

প্রশ্ন : কিন্তু বর্বরতা তো বৃদ্ধি পাচ্ছে...

উত্তর : ভাঙন। সর্বত্রই ভাঙনের সুর। কোথাও সৃষ্টির উল্লাস নেই। ধ্বংস,  
বর্বরতার মাঝেই অসভ্য উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে।

নারীর কোনো মুক্তি নাই। বন্দিদশা থেকেই কেউ চাকরি করছেন আবার  
কেউ দেহসামগ্রী নিয়ে পতিতাবৃত্তি করছেন

নারীর জন্য মাদরাসা যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও।  
সভ্যতার এমন দিনে জঘন্য এ নিপীড়নের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের  
শিক্ষকরাও জড়িয়ে যাচ্ছেন এবং সে খবর প্রায়ই মিলছে। রীতিমতো  
অবাক হয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার আড়লে অশিক্ষাটাই বারবার সামনে আসছে।  
তার মানে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও না কোথাও গলদ  
আছে।

বর্বরতা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত  
হয়নি সমাজ। নারী নির্যাতনের ঘটনা সব জায়গাতেই ঘটছে। ইউরোপ-  
আমেরিকাতেও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। এরপরও সেখানে নারীরা কিছুটা  
সম্মান পান। আমরা নারীকে সম্মানও দিতে পারলাম না।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে নারীরাই সরকারপ্রধান। জার্মানি, আমেরিকাতেও  
আমরা নারীকে শীর্ষ স্থানে দেখতে পাই। তাতে কী লাভ হলো!  
বিচ্ছিন্নভাবে দু-একজন নারী ক্ষমতায় গিয়ে সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি  
বদলাতে পারবে না। আমরা নারীর প্রতি হিংস্রতা আরও বাড়তে দেখলাম  
এ সময়ে। কর্তৃত্ব আর নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে তারাও পুরুষতান্ত্রিকতার  
উত্তরাধিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

অপরাধীর দণ্ড দেয়ার মতো ক্ষমতা-শক্তি নারীকে অর্জন করতে হবে।  
তবেই বিচার পাবে নির্যাতিত নারীরা। কারণ পুরুষ এখনও নারীকে মানুষ  
হিসেবে বিবেচনা করতে শেখেনি

গুটিকয়েক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটলেই নারীর ভাগ্য পরিবর্তন  
হবে, তা মনে করার কারণ নেই।

গ্রামে নারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু শহরে কী হচ্ছে? প্রত্যেক বাড়িতেই  
গৃহকর্মী কাজ করছে। খোঁজ নিয়ে দেখেন, সেই নারীদের মানুষ মনে করা  
হয় কি-না? মানে, নির্যাতন সহ্যেই নারীর জন্ম!

কাজের বেলায় নারী আর পুরুষের মধ্যে আমি কোনো ভেদাভেদ দেখি  
না। যে কাজ ছেলেরা পারে, সে কাজ নারীরাও পারে। শারীরিক শক্তির  
কথা বলবেন? ভালো কথা। এখন কিন্তু শারীরিক শক্তি দিয়ে কাজ করার  
ক্ষমতা কমে গেছে। গার্মেন্টস কারখানায় দেখেন। নারীরা পুরুষের  
চাইতে কোনো অংশে কম নয়। বরং সেখানে নারীরাই অনেক ভালো  
করছেন।

আদি সমাজে নারীরা পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতেন। আমাজানের বনে এখনও  
এমন উপজাতি আছে যেখানে নারীরা পরিবারের কর্তা। আর আমরা  
ক্রমাগতভাবে নারীর অধিকার খর্ব করছি। তাহলে এ সভ্যতার কী মূল্য  
আছে?

নারীর প্রতি সহিংসতা সব জায়গাতেই। পাশের দেশ হোক আর ইউরোপ  
হোক, নারীর কোনো মুক্তি নাই। বন্দিদশা থেকেই কেউ চাকরি করছেন  
আবার কেউ দেহসামগ্রী নিয়ে পতিতাবৃত্তি করছেন। একই চিত্র এ  
দেশেও!

প্রাচীনকালে এমন ছিল না। নারীরাই নেত্রী ছিল। যেদিন থেকে  
পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেদিন থেকেই নারীর ক্ষমতার অবসান  
ঘটতে শুরু হয়েছে। আর রাজনীতি নর-নারীকে ইন্ট্রি করা পোশাকের  
মতো করে ফেলছে। ক্ষমতা পেয়ে নারীও পুরুষের রূপ ধরছে। অথচ  
সবারই মানুষের রূপ ধরার কথা ছিল।

প্রশ্ন : নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর : নারীর সমাজ পরিচালনার মানসিকতায় উন্নয়ন ঘটলেই নিপীড়ন  
কমে আসবে। এজন্য সত্যিকার শিক্ষার দরকার। অপরাধীর দণ্ড দেয়ার  
মতো ক্ষমতা-শক্তি নারীকে অর্জন করতে হবে। তবেই বিচার পাবে  
নির্যাতিত নারীরা। কারণ পুরুষ এখনও নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা  
করতে শেখেনি। আমরা নারীকে সম্মান-মর্যাদা দিতে বাধ্য হব, যখন  
গোটা নারী সমাজের মধ্যে ক্ষমতায়ন প্রশ্নে পরিবর্তন আসবে। ৯০